দৈনিক
দিনকাল
৬ ॥ Monday 8 August 2005 ॥

গতকাল রোববার ওসমানী মিলনায়তনে জব ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক বক্তৃতা করেন। বামে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক-যুবতী চাকরির আশায় জব ফেয়ারে ফরম সংগ্রহ করার জন্য ভিড় জমায় -দিনকাল

জব ফেয়ারে প্রথমদিনে উপচেপড়া ভিড়

সরকার কর্মসংস্থানের জন্য নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

জব ফেয়ারের প্রথম দিনে গতকাল রোববার চাকরি প্রত্যাশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ও তার আশপাশের এলাকা। দুই দিনব্যাপী এ মিলন মেলায় গতকাল সকাল থেকেই ছিল উপচেপড়া ভিড়। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় তরুণ-তরুণীরা দিনভর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে, পূরণ করে এবং জমা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের বেকারত্বের ক্লান্তি কারো কারো কমলেও অধিকাংশই ফিরে গেছে মলিন বদনে। ইতোপূর্বে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে এবং গতকাল বেলা ৩টার মধ্যে যারা আবেদন জমা দিয়েছে, তাদের ফলাফল গতকালই ঘোষণা করা হয়। যারা গতকাল ৩টার পরে এবং আজ সোমবার আবেদনপত্র

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সরকার কর্মসংস্থানের জন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

জমা দিবে তাদের ফলাফল আজ প্রকাশ করা হবে। যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) কর্তৃক আয়োজিত এ মেলার মাধ্যমে দেশের ২০টি কোম্পানির বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ৩শ'টি পদে চাকরি দেয়া হচ্ছে। ফেয়ার কর্তৃপক্ষ জানায়, ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রায় ৪ হাজার প্রার্থী আবেদন করে। গতকাল হাজার হাজার চাকরি প্রার্থী তাদের আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। জানা যায়, ৩শ' পদের অধিকাংশ পদই গতকাল পূরণ হয়ে গেছে। বাকি পদগুলো আজ পূরণ করা হবে। ৩শ' পদের ১শ' ৯০টি পদই হলো ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরির জুনিয়র অফিসার। এ পদে বেতন হল সাকুল্যে ৪ হাজার টাকা। তাছাড়া ইনফরমেশন টেকনোলজি ক্যাটাগরির এক্সিকিউটিভ পদ ৪৮টি। এখানে বেতন ৫ হাজার টাকা। বাকি ক্যাটাগরির অধিকাংশ পদই ছিল এক বা দুই।

প্রার্থীদের অত্যধিক ভিড়, একই দিনে আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা, বাছাই এবং নিয়োগসহ বহু কাজ করার কারণে মেলাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় জগাখিচুরির অবস্থা। প্রার্থীদের কারো কাছ থেকে ১০ টাকা আবার কারো কারো কাছ থেকে ২০ টাকা হারে আবেদনপত্রের ফরমের দাম নেয়া হয়। একদিকে একই সময়ে কাউন্সিলিং ও ফলাফল ঘোষণা করা অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় প্রভৃতি কারণে অনেক আবেদনকারী নিজের ফলাফলও জানতে পারেনি। কেউ কেউ প্রাথমিক বাছাইপর্বে টিকলেও মৌখিক বোর্ডে সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারেনি। তারপরও এ উদ্যোগকে সুন্দর ও ভাল বলে অভিহিত করেছে চাকরি প্রার্থীরা। তারা বলেন, আমাদের দেশে আজ চাকরি ক্ষেত্রে যে কালচারটি শুরু হলো তার বিকাশ যেন আরো সুবিন্যস্ত, সুশৃংখল এবং নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো সাধন করে। যাতে করে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরা চাকরি পায়। জামালপুর থেকে আগত বুলবুল আহমেদ বলেন, নিঃসন্দেহেই এ ধরনের উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি এটাকে অনিয়মের উর্ধ্বে রাখার আহবান জানান। রাজবাড়ী থেকে আগত মিজানুর রহমান বলেন, যুবকের এ আয়োজনের মধ্যদিয়ে এক সঙ্গে ২০টি কোম্পানির অনেকগুলো ক্যাটাগরির পদে আবেদন করতে পারায় যেমন ভাল লাগছে, তেমনি ভাল লাগছে ত্বরিত ফলাফল প্রকাশকে।

পাশাপাশি তিনি বলেন, ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়াটি দু' এক দিন দেরি করে অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করলে ভাল হতো।

সকালে এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে সরকার ইনফরমাল খাতকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, কোন দেশের বিনিয়োগ যত বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থানও তত বৃদ্ধি পায়। তাই দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি বড় বড় বিনিয়োগকারীদের মানসিকতার পরিবর্তনের আহবান জানান।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে তথ্যসচিব ড. মাহবুবুর রহমান বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমাদের শিক্ষা আছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা নেই। তবে আশার কথা বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর দৃঢ় পদক্ষেপে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেশি বেগবান করার মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআই'র সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু বলেন, দেশের বেকার সমস্যা বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। বেকার সমস্যা সমাধানে তিনি সরকারকে অধিকতর সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানানোর পাশাপাশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখার আহবান জানান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রমনী মোহন চাকমা এবং যুবক'র চেয়ারম্যান আবু সাঈফ।

চাকরিদাতা ও চাকরি প্রার্থীদের সমন্বয়ের একটি ইতিবাচক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিকেলে দু'টি সেশনে অনুষ্ঠিত হয় কাউন্সেলিং। এ সময় শ্রম বাজারের প্রকৃতি ও চাহিদার আলোকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, সিভি তৈরি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মেলার দ্বিতীয় দিনে আজ সকালে অনুষ্ঠিত হবে 'উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সবার উপযোগী কর্মসংস্থান পরিকল্পনা' শীর্ষক সেমিনার। অধ্যাপক মোজাফফর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন মনোয়ার মোস্তফা। আলোচক-হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপি, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, ইউসুফ সাঈফ, ড. আবুল বারাকাত, রুহিন হোসেন প্রিন্স, একেএম ফাহিম মশরুর এবং ড. মিজানুর রহমান।

সন্ধ্যায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসাইন। অধ্যাপক একে ফজলুল হক শাহের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন মোশারফ হোসেন এমপি, ড. হাফিজ এজি সিদ্দিকী, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, রোকেয়া এ রহমান, দেওয়ান মুজিবুর রহমান, রোকসানা জামান এবং ফেরদৌস আরা বেগম।